মেহেরপুরে বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস পালিত

বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

সভায় শিশু শ্রম প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে তাদের সুরক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) আবুল হাসেম এবং সিডিপির কো-অর্ডিনেটর জন পি বিশ্বাস।

এর আগে দিবসটি উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে র্যালিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালিতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, সরকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইস্তামুল হক, শাকির আহমেদ ও ফারুকুল ইসলাম, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রফিকুল ইসলাম, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাসেম, জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষণা কর্মকর্তা আক্তার হোসেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক তৌহিদুল ইসলাম, সিডিপির কো-অর্ডিনেটর জন পি বিশ্বাসসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, প্রতিনিধি ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

মুজিবনগর সীমান্তে ৭ জনকে পুশইনের চেষ্টা, বিজিবি ও গ্রামবাসীর বাধায় পণ্ড

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে ৭ জনকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তবে বিজিবি ও স্থানীয় গ্রামবাসীর বাধার মুখে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সোমবার (২৯ জুন) ভোরে উপজেলার নাজিরাকোনা সীমান্ত দিয়ে তাদের পুশইনের চেষ্টা করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, ভারতের নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার পাথরঘাটা গ্রামের দিক থেকে আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১১০ নম্বর মেইন পিলার এলাকায় ৭ জনকে বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে বিএসএফ।

নাজিরাকোনা বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েক সুবেদার মোজাম্মেল হক জানান, বিএসএফ সদস্যরা ৭ জনকে পুশইনের চেষ্টা করেছিল। তবে বিজিবি ও গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখে সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে তাদের ফেরত নিয়ে যায় বিএসএফ।

উল্লেখ্য, চলতি মাসে মেহেরপুর সীমান্তে একাধিকবার পুশইনের চেষ্টা করেছে বিএসএফ। গত ৬ জুন তেঁতুলবাড়ীয়া সীমান্তে ৬ জন, ১৯ জুন বুড়িপোতা ইউনিয়নের খালপাড়া সীমান্তে ৪ জন, ২৫ জুন গাংনী উপজেলার শেওড়াতলা সীমান্তে ৭ জন, ধলা সীমান্তে ৩ জন এবং কাজীপুর সীমান্তে ২ জনকে পুশইনের চেষ্টা করা হয়।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস

সালাম কারামুক্ত

মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম কারামুক্ত হয়েছেন। আজ রোববার তিনি মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালত থেকে জামিন লাভের পর সন্ধ্যায় কারাগার থেকে মুক্তি পান।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের এপ্রিলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-সংক্রান্ত একটি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল।

কারামুক্তির পর তাঁর স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী ও রাজনৈতিক সহকর্মীদের মধ্যে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা পুলিশের আয়োজনে মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার সকাল ১০টায় পুলিশ লাইনসের ড্রিল শেডে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

সভায় জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত সদস্যরা তাদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত বিভিন্ন সমস্যা পুলিশ সুপারের কাছে তুলে ধরেন। এ সময় পুলিশ সুপার তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকটি সমস্যার সমাধান করেন এবং অন্যান্য বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

এছাড়া তিনি উপস্থিত পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্যে দায়িত্বশীলতা, পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা ও জনবান্ধব পুলিশিং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), সহকারী পুলিশ সুপার (শিক্ষানবিশ),

মেহেরপুরসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন ইউনিটের সদস্য এবং সিভিল স্টাফরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে শুরু জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন

মেহেরপুরে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়েছে। জেলার ৪৭৪টি কেন্দ্রে ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী মোট ৭৫ হাজার ৬১৫ জন শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

রোববার সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এক শিশুকে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানোর মাধ্যমে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. এ.কে.এম. আবু সাঈদ, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আনজুমান আরা এবং মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক।

সিভিল সার্জন অফিস সূত্রে জানা যায়, ক্যাম্পেইনের আওতায় ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী ৯ হাজার ৬১৬ জন এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৬৫ হাজার ৯৯৯ জন শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

উপজেলাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, সদর উপজেলার ১২১টি কেন্দ্রে ২১ হাজার ১৩৬ জন, গাংনী উপজেলার ২১৭টি কেন্দ্রে ৪০ হাজার ৮০০ জন, মুজিবনগর উপজেলার ৯৭টি কেন্দ্রে ৯ হাজার ২০০ জন এবং মেহেরপুর পৌরসভার ৩৯টি কেন্দ্রে ৪ হাজার ৪৭৯ জন শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি সুরক্ষা এবং অপুষ্টিজনিত ঝুঁকি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই নির্ধারিত বয়সী সব শিশুকে নিকটস্থ কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে ক্যাপসুল খাওয়ানোর জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

মেহেরপুরে যুব উদ্যোক্তা উন্নয়নে কমিউনিটি সভা অনুষ্ঠিত

দেশে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের প্রেক্ষাপটে তরুণদের চাকরিপ্রত্যাশী নয়, বরং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে কমিউনিটি বেজড অ্যাক্টিভেশন সভা।

রোববার (২৮ জুন) জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন বাস্তবায়িত ‘ইউথ গ্রিন এন্ট্রেপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট’ এর আওতায় এ সভার আয়োজন করা হয়।

আয়োজকরা জানান, এক বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৫০ জন তরুণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। চুয়াডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠিত ওয়েভ ফাউন্ডেশন দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে আসছে। বর্তমান প্রকল্পের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ সদর ও মেহেরপুর সদর উপজেলায় মোট ৫১০ জন তরুণকে সবুজ উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

সভায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, বিভিন্ন যুব সংগঠনের প্রতিনিধি এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিসহ প্রায় ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্প সমন্বয়কারী শরিফুল আলম লিটন প্রকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রকল্প কর্মকর্তা মাহবুব হোসাইন আবির।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়) এ.জে.এম. সিরাজুম মুনির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ও কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মাহবুবুল হক, মুক্তিযোদ্ধা আহমদ আলী অ্যান্ড টেকনিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক এস.এম. রফিকুল আলম,

অক্সফোর্ড কিন্ডারগার্টেনের পরিচালক জানে আলম এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের এরিয়া ম্যানেজার ইলিয়াস হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ.জে.এম. সিরাজুম মুনির বলেন, “আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত হলেও সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো মানুষ। এই জনশক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে পারলেই দেশের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে।”

ইয়াদুল মোমিন বলেন, “দেশে লাখ লাখ বেকারের সবাইকে সরকারের একার পক্ষে চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই তরুণদের চাকরিপ্রার্থী নয়, চাকরিদাতা হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। ওয়েভ ফাউন্ডেশনের এ উদ্যোগ বেকারত্বের বৃত্ত ভাঙতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।”

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের এরিয়া ম্যানেজার ইলিয়াস হোসেন বলেন, “প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপের মাধ্যমে তরুণরা জলবায়ু-সংবেদনশীল উদ্যোক্তা দক্ষতা অর্জন করে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পরিবেশগত ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারবেন।”

অংশগ্রহণকারী তরুণ মুনতাসির মাহমুদ বলেন, “সবুজ উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন ছিল, কিন্তু কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারছিলাম না। আজকের সভা আমাকে সেই পথ দেখিয়েছে।”

সভায় সবুজ ও টেকসই ব্যবসার ধারণা, উদ্যোগ গ্রহণের প্রাথমিক ধাপ, পরিবেশবান্ধব ব্যবসায় অর্থায়নের বিভিন্ন উৎস এবং উদ্যোক্তা হওয়ার ব্যবহারিক কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুরে চাকরি মেলার উদ্বোধন

তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে চাকরি মেলা-২০২৬। রবিবার সকালে শহরের পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ মেলার আয়োজন করে

দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা, মেহেরপুর। এতে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

মেহেরপুর দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো. আবু জাফরের সভাপতিত্বে মেলার উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম।

উদ্বোধনী বক্তব্যে তরিকুল ইসলাম বলেন, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের চাহিদা রয়েছে। এই চাকরি মেলার মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে তরুণরা উৎসাহিত হবে। যোগ্যতা, দক্ষতা ও পরিশ্রমের মানসিকতা থাকলে কাউকে পিছিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এ ধরনের উদ্যোগের জন্য তিনি দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ড. প্রকৌশলী শামিম হোসেন এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মেহেরপুরের উপ-পরিচালক এস.এম. ওবায়দুল বাসার।

বক্তারা বলেন, শুধু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেই হবে না, সেই দক্ষতাকে কাজে লাগাতে হবে। প্রশিক্ষণ কাজে লাগাতে পারলেই একজন ব্যক্তি যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। তারা মেহেরপুরে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান, যাতে জেলার বেকার যুবকরা নিজ এলাকাতেই কর্মসংস্থানের সুযোগ পান।

চাকরি প্রত্যাশী মো. নাসিম বলেন, পড়াশোনা শেষ করে দীর্ঘদিন ধরে বেকার রয়েছেন। এই মেলার মাধ্যমে একটি চাকরি পেলে পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারবেন।

আরেক চাকরি প্রত্যাশী আরিফুল বলেন, বর্তমান আয়ে পরিবারের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই মেলা থেকে চাকরি পেলে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

সুমাইয়া রহমান বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থার এ উদ্যোগের মাধ্যমে জেলার বেকার যুবকরা কর্মসংস্থানের সুযোগ খুঁজে পাবে এবং স্বাবলম্বী হতে পারবে।

আয়োজকরা জানান, এ ধরনের চাকরি মেলার মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাসের পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব

হবে।

অনুষ্ঠান শেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম ও অতিথিরা বেলুন উড়িয়ে চাকরি মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এ সময় দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের ঈদ পুনর্মিলনী ও ফল উৎসব

মেহেরপুরের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, শিকড়ের বন্ধন ও সৌহার্দ্য আরও দৃঢ় করতে মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাব, ঢাকার উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী ও ফল উৎসব-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (২৬ জুন) রাজধানীর বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে ঢাকায় বসবাসরত প্রায় পাঁচ শতাধিক মেহেরপুরবাসী অংশ নেন। উৎসবমুখর পরিবেশে তারা আম, চিড়া, দইসহ বিভিন্ন গ্রীষ্মকালীন ফলের স্বাদ উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আব্দুর রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মোহাম্মদ খালেদুজ্জামান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক গণি উল আজম, বরিশালের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মিল্টন হোসেন এবং মুন্সীগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শহীদ আহসান সাইক্লোন।

অনুষ্ঠানে আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান এস এম ঈমন বলেন, “এই ঢাকা শহরে এককভাবে আমাদের কেউ চেনে না। কিন্তু যখন আমরা একটি ছাদের নিচে সামাজিক বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে একত্রিত হই, তখন শিকড়ের টান অনুভব করি, মনে পড়ে আমাদের প্রিয় মেহেরপুরের কথা। এই উৎসবের

ধারাবাহিকতা আমরা ভবিষ্যতেও বজায় রাখব।”

আয়োজক টিমের সমন্বয়ক সাঈদুর রহমান বলেন, “আম-দই-চিড়া খাওয়া সহজ, কিন্তু এমন একটি আয়োজন সফল করা অনেক কঠিন। একটি দক্ষ টিমের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, শ্রম, মেধা ও আন্তরিকতার ফলেই এই আয়োজন সফল হয়েছে। এজন্য মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের এ ধরনের সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।”

অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে অনুভূতি প্রকাশ করেন অ্যাডভোকেট দীপা রানাইদ। তিনি বলেন, “সত্যিই আমি অভিভূত। কল্পনাও করিনি এত প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে। বাবা- মাসহ পুরো পরিবার নিয়ে এসেছিলাম। সবাই মিলে দারুণ সময় কাটিয়েছি।”

ঈদ পুনর্মিলনী ও ফল উৎসব ঘিরে দিনভর ছিল মিলনমেলা, আড্ডা, স্মৃতিচারণ এবং আন্তরিকতার আবহ। আয়োজকদের মতে, প্রবাসে থেকেও মেহেরপুরের মানুষকে এক সুতোয় গেঁথে রাখার লক্ষ্যেই প্রতিবছর এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে।

পূর্বশত্রুতার জেরে মেহেরপুরে বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গুচ্ছগ্রামে জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধ ও পূর্বশত্রুতার জেরে আব্দুল হালিমের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যা প্রায় ৬টার দিকে পার্শ্ববর্তী শালিকা গ্রাম থেকে ৪০-৫০টি মোটরসাইকেলে করে প্রায় ১০০ জন লোক রাজাপুর গুচ্ছগ্রামে আসে। তারা প্রথমে বাড়ির চারপাশের দেয়াল টপকে

ভেতরে প্রবেশ করে এবং পরে মূল ফটকের তালা ভেঙে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। এ সময় হামলাকারীরা ঘরের আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামাল ভাঙচুর করে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়।

অভিযোগ রয়েছে, হামলাকারীরা ঘরে থাকা দুটি স্টিলের আলমারির তালা ভেঙে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নিয়ে যায়। স্থানীয়রা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে হামলাকারীরা দেশীয় অস্ত্র প্রদর্শন করে তাদের ভয়ভীতি দেখায়।

ভুক্তভোগী আব্দুল হালিম জানান, তাঁর মায়ের ৩৩ শতক জমি উত্তরাধিকারসূত্রে দুই ভাইয়ের মধ্যে বণ্টনের কথা ছিল। ভূমি অফিসের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর তাঁরা নিজেদের অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য শরিকদের কাছে দাবি করেন। কিন্তু জমি বুঝিয়ে না দিয়ে প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমে সমাধানের কথা বলে। পরে বিষয়টি আদালতে গড়ায়।

তিনি আরও বলেন, এর আগে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে তাঁকে মারধর করা হয়েছিল। তাঁর ভাই সেলিম রেজা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলে সেখানেও তাঁকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে আহত করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

আব্দুল হালিমের দাবি, সম্প্রতি তাঁর প্রবাসী ছেলে দেশে ফেরার পর সকালে প্রতিপক্ষের কয়েকজনের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয়। এরই জেরে পরিকল্পিতভাবে সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, হামলাকারীরা নগদ প্রায় ৫ লাখ টাকা, প্রায় ৮ লাখ টাকার স্বর্ণালঙ্কার এবং বাড়ির বিভিন্ন মালামাল লুটপাট ও ভাঙচুর করেছে। এতে তাঁর প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুর সীমান্তে তিন দফা পুশইন প্রতিরোধ

স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কঠোর অবস্থানের কারণে চলতি মাসে মেহেরপুর সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক তিন দফা পুশইনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

গাংনীর সহড়াতলা ও তেঁতুলবাড়িয়া সীমান্ত এবং সদর উপজেলার বুড়িপোতা সীমান্তে নারী-পুরুষ ও শিশুসহ মোট ১৭ জনকে বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করা হলেও স্থানীয়দের সতর্কতা এবং বিজিবির তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি।

সর্বশেষ গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে গাংনী উপজেলার সহড়াতলা সীমান্তের ১৪২/৫-এস সাব-পিলারের কাছে শূন্যরেখার ওপারে সাতজনকে দেখতে পান স্থানীয়রা। তাদের মধ্যে একজন নারী ও ছয়জন পুরুষ ছিলেন। বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয়রা বিজিবিকে অবহিত করেন এবং সীমান্তে অবস্থান নেন। পরে, পুশইনের চেষ্টার শিকার হওয়া ৭ জনকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ফিরিয়ে নিয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

স্থানীয় বাসিন্দা রোকনুজ্জামান জানান, মধ্যরাতের কোনো এক সময়ে ওই সাতজনকে ভারতের কাঁটাতার পার করে সীমান্ত এলাকায় নিয়ে আসা হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের দেখতে পেয়ে বিজিবিকে খবর দেন এবং বাংলাদেশে প্রবেশে বাধা দেন। বিজিবির কঠোর অবস্থানের কারণে পুশইনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এর আগে ১৯ জুন ভোরে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা বিওপি সীমান্তের খালপাড়া এলাকায় চারজনকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা চালায় বিএসএফ। স্থানীয়দের নজরে বিষয়টি এলে তারা বিজিবিকে অবহিত করেন। পরে বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে অবস্থান নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। ওই চারজনের মধ্যে একজন পুরুষ ও তিনজন নারী ছিলেন বলে জানা যায়। সীমান্তের বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার নাটনা বিএসএফ ক্যাম্প অবস্থিত।

এরও আগে জুন মাসের শুরুতে গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া সীমান্তের ১৪০/৫-এস আন্তর্জাতিক পিলারের কাছে নারী ও শিশুসহ ছয়জনকে

বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে বিএসএফ। তেঁতুলবাড়িয়া বিজিবি ক্যাম্প ও স্থানীয় গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখে তারা বাংলাদেশে ঢুকতে ব্যর্থ হয়। পরে তারা ভারতের ভূখণ্ডে কাঁটাতারের বেড়ার পাশে অবস্থান নেয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া খুলে ওই ব্যক্তিদের বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেয়। তবে বিজিবি ও গ্রামবাসীরা শক্ত অবস্থান নেওয়ায় তারা আর এগোতে পারেনি।

বিজিবি-৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান বলেন, “মেহেরপুর সীমান্তে একাধিকবার পুশইনের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে বিজিবির কঠোর অবস্থানের কারণে কেউ বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখা হয়েছে এবং স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “অবৈধ কোনো অনুপ্রবেশ কিংবা পুশইন মেনে নেওয়া হবে না। যেকোনো ধরনের পুশইন প্রতিরোধে বিজিবি বদ্ধপরিকর।”

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় বিজিবি একাধিক বিওপি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বুড়িপোতা বিওপি, মুজিবনগর বিওপি, কাজীপুর বিওপি, আমঝুপি বিওপি, বালিয়াঘাট বিওপি, কুতুবপুর বিওপি, শোলমারী বিওপি, তেঁতুলবাড়িয়া বিওপি, রামনগর বিওপি, সাহেবনগর বিওপি, কল্যাণপুর বিওপি ও জয়নগর বিওপি।